



০/৫

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১২, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৫৫০১৩৭১৪, সচিব- ৫৫০১৩৭১৬
ওয়েব সাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

সূত্রঃ এনএইচআরসিবি/অভি:তদ:/২৬৮/১৫-৭২৬৬

তারিখঃ ০৮ জানুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত।

বিগত ০১/০১/২০১৯ইং তারিখ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত এক প্রেস-ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়। সেখানে দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রতিনিধি “খানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ”-শীর্ষক একটি নিউজ অনলাইনে প্রকাশের বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), (জেলা ও দায়রা জজ)-এর নেতৃত্বে একটি তিন (০৩) সদস্য বিশিষ্ট তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেন।

০২। তথ্যানুসন্ধান দল পরদিনই (০২/০১/২০১৯) ঘটনাস্থলে গিয়ে ডিকটিম পারুল বেগম, ডিকটিমের স্বামী ও থানায় এজাহারকারী মোঃ সিরাজ, চর চক্কার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নিজাম উদ্দিন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক জনাব সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল আজিম, পুলিশ সুপার মোঃ ইলিয়াছ শরীফ ও জেলা প্রশাসক তন্ময় দাসের সাথে কথা বলেন এবং তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

০৩। এ কমিটি তথ্যানুসন্ধান শেষে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট দাখিলকৃত তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে মতামত দেন যে, ‘এজাহারে উল্লেখিত আসামী (১) মোঃ সোহেল (২) হানিফ (৩) স্বপন (৪) চৌধুরী (৫) বেচু (৬) বাসু প্রঃ কুড়াইল্যা বাসু (৭) আবুল (৮) মোশারফ (৯) ছালাউদ্দিন এর ডিকটিম পারুল বেগমকে প্রচণ্ড মারপিট করে তার হাড় ভাঙা জখমসহ নীলা, ফুলা, ছিলা ও ফাটা জখম তথা ভৌতা অস্ত্র দ্বারা গুরুতর আঘাত করার এবং তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। তবে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে ডিকটিম পারুল বেগমের মারপিট ও ধর্ষণের শিকার হওয়ার কোন সম্পর্ক তদন্তকালে তদন্ত কমিটির সামনে উন্মোচিত হয়নি। বরং, ডিকটিমের স্বামীর দায়েরকৃত এজাহারের ভাষ্য মতেই এটি আসামীদের সাথে পারুল বেগমের পরিবারের পূর্ব শত্রুতার জের।’ তথ্যানুসন্ধান কমিটি তাদের সুপারিশে জানান যে, ‘ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের দূত আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।’

০৪। এ ঘটনার সাথে যে বা যারা জড়িত থাকুক না কেন তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে মর্মে কমিশন সরকারের প্রতি জোর সুপারিশ করছে।

০৫। উল্লিখিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ০৩ (তিন) ফর্দ।

১. সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. সচিব

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(হিরণ্ময় বাড়ে)

সচিব (সরকারের অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৫৫০১৩৭১৬ (দপ্তর)

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

❖ পটভূমি:

বিগত ০১/০১/২০১৯ ইং তারিখ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের কনফারেন্স কক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত এক প্রেস-ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়। সেখানে “দ্য ডেইলি স্টারের” প্রতিনিধি জানান যে, তারা নোয়াখালীর সুবর্ণ চরের পারুল বেগমকে গণধর্ষণের বিষয়ে “ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ”-শীর্ষক একটি নিউজ অনলাইনে প্রকাশ করেছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সাংবাদিকদের জানান যে কমিশন নির্বাচন পূর্ববর্তী, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে সর্বত্র দৃষ্টি রেখেছে। কমিশন এ বিষয়ে একটি সার্বক্ষণিক বিশেষ কন্ট্রোলরুম নির্বাচনের আগের দিন থেকে নির্বাচনের পরের দিন পর্যন্ত চালু রাখে। কমিশনের নিকট উল্লিখিত বিষয়ে কোন অভিযোগ আসেনি। যেহেতু “দ্য ডেইলি স্টারের” প্রতিনিধি “ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ”-শীর্ষক একটি নিউজ অনলাইনে প্রকাশের বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

❖ অভিযোগ গ্রহণ:

০১/০১/২০১৯ ইং তারিখেই মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সাংবাদিক সম্মেলন শেষে “দ্য ডেইলি স্টারের” অনলাইনে প্রকাশিত “ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ”-শীর্ষক সংবাদটি ডাউন-লোড করার নির্দেশ দেন। তিনি কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ ও কর্মকর্তাদের নিয়ে নিজ চেম্বারে প্রচারিত সংবাদের বিষয়ে জরুরি বৈঠক করেন এবং কমিশনের ম্যান্ডেট অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত হয়ে “ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ”-শীর্ষক সংবাদটিকে অভিযোগ আকারে আমলে গ্রহণ করেন।

❖ তদন্ত কমিটি গঠন:

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক-এর নির্দেশে কমিশনের সচিব মহোদয় একই ০১/০১/২০১৯ ইং তারিখের এনএইচআরসিবি/অভি:তদ:/২৬৮/১৫-৭২৬১ নং স্মারক মূলে গৃহীত অভিযোগ সরজমিনে তদন্তপূর্বক ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে চিঠি ইস্যু করেন।

তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন:

(ক) আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর

পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), (জেলা ও দায়রা জজ) এনএইচআরসিবি

(খ) মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন

উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), এনএইচআরসিবি

(গ) সুস্মিতা পাইক

উপ-পরিচালক, এনএইচআরসিবি

আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীরকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়।

১/১/১৯

❖ তদন্তকালে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- ১। নোয়াখালী জেলার চর জন্মাব থানায় পারুল বেগমকে গণধর্ষণ ও গুরুতর আঘাত করা হয়েছে কী-না?
- ২। পারুল বেগমের ধর্ষণ ও গুরুতর আহত হওয়ার সাথে গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন সম্পর্ক আছে কী-না?

❖ তদন্তকালে গৃহীত কার্যক্রম:

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের নির্দেশে তদন্ত কমিটি গঠনের পরের দিনই অর্থাৎ ০২/০১/২০১৯ ইং তারিখে ঘটনাস্থলে যায়। তদন্তকালে তদন্ত কমিটি ভিকটিম পারুল বেগম, ভিকটিমের স্বামী ও থানায় এজাহারকারী মোঃ সিরাজ, চর চন্নার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নিজাম উদ্দিন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক জনাব সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল আজিম, পুলিশ সুপার মোঃ ইলিয়াছ শরীফ ও জেলা প্রশাসক তন্ময় দাসের জবানবন্দী গ্রহণ করে।

তদন্ত কমিটি তদন্তকালে প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফরম, এজাহার ও ধৃত আসামীকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদনের ফটোকপি চর জন্মাব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থেকে এবং ভিকটিমের হাসপাতালে ভর্তি ফরম, ব্যবস্থাপত্র ও ইনজুরী সার্টিফিকেটের ফটোকপি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। তদন্ত কমিটি তদন্তকালে প্রস্তুত না হওয়া প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট ০৩/০১/২০১৯ ইং তারিখে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে সংগ্রহ করে।

তাছাড়া, তদন্তকালে তদন্ত কমিটি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, গাইনীর ডাক্তার, ভিকটিমের কাছে উপস্থিত লোকজনকে পৃথক পৃথকভাবে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

❖ দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা:

ভিকটিম পারুল বেগম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, রবিবার রাত ১২:০০ টার সময় ঘটনা, তিনি ১৪নং ভোট কেন্দ্রে যান, তাকে নৌকায় ভোট দিতে বলে, তিনি বলেন তার ভোট তিনি দিবেন, তখন বলে যে যান বিকাল বেলা খবর আছে, সোহেল বলে রাইতে দেখা করবে, সন্ধ্যার পর তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন, রাত ১২:৩০ মিনিটের দিকে দরজায় ঠাস ঠাস শব্দ করে, তারা কে জানতে চাইলে বলে যে থানা থেকে লোক এসেছে, তিনি নিজে তখন দরজা খুলে দেন, তারা ১০ জন তার ঘরের ভিতর ঢুকে, তখন ঘরে বাতি জ্বলছিল, তিনি বলেন যে সোহেল ভাই ঘরের বেড়া কুপাচ্ছেন কেন, তাদের হাতে লাঠি ছুড়ি ইত্যাদি ছিল, তারা সবাই তার প্রতিবেশী, তারা রুহুল আমিন মেস্বারের লোক, সোহেল, স্বপন, চৌধুরী তারা ৩ জন তার মেয়ের রুমে যান, মেয়ের সাথে খারাপ কাজ করতে চেয়েছিল, তিনি বলেন যে তার মেয়ে ছোট, তাদের হাতে পায়ে ধরেন, বলেন যে যা করার তার সাথে করতে, তার মেয়ে ক্লাশ সেভেনে পড়ে, সে স্কুলে যায়, তার মেয়ের নাম শাবনূর, তার বয়স ১৬ বৎসর, স্বপন মেয়েকে ছেড়ে দিতে বলে, তারা তার সিন্ধুক থেকে ৪০ হাজার টাকা নেয়, তার ছেলের মোবাইল নিয়ে যায়, তারা বাতি বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলে, তার স্বামীকে তার বিছানায় এবং সন্তানদেরকে এক বিছানায় বাঁধে, তাকে তারা টানা হ্যাচড়া করে ঘরের বাইরে আনে, বেচু তার হাতের মোটা লাঠি দিয়ে তার সারা শরীরে বাইরায়, তিনি মাটিতে পড়ে গেলে তার সারা শরীরের কাপড় নিয়ে নেয়, গায়ের ব্লাউজ দ্বারা তার মুখ বাঁধে, তারপর

